بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ জুলাই ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নির খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ

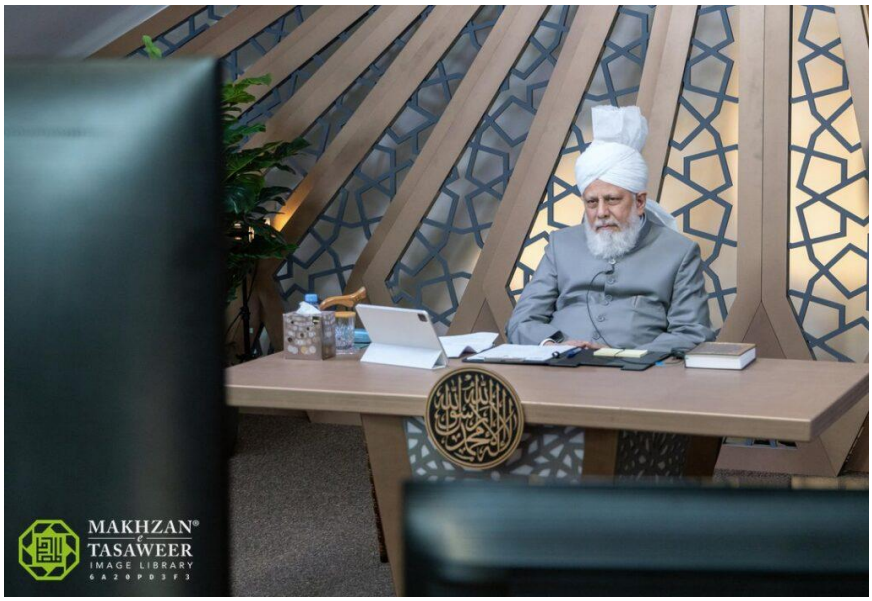

"নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ্ তা'লা আছেন, এবং তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করে থাকেন।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৬ জুন ২০২২, অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নির মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ সিড্‌নিতে অবস্থিত বায়তুল হুদা মসজিদ থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন খাদেম হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন, কোন ব্যক্তি জীবন পরিক্রমায় কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সৃষ্ট হতাশা কীভাবে মেকাবেলা করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ার অস্ত্র ধারণ করো। নিশ্চিত থাকো যে, আল্লাহ্ তা'লা আছেন এবং তিনি তোমার দোয়া কবুল করেন। মনে করো যে, তুমি যে পরিস্থিতি অতিবাহিত করছো তা, হতে পারে সংক্ষিপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষা, এমন একটি পরীক্ষা যাতে তোমার উত্তীর্ণ হতেই হবে এবং এরপর তিনি তোমাকে সাফল্য দান করবেন। একই সাথে কোন ব্যক্তির সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা এবং নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তিনি দোয়া কবুল করেন। ব্যক্তির জীবনে হতাশ হওয়া একটি স্বাভাবিক আবেগ যা এটি দীর্ঘ মেয়াদে মানসিক সমস্যা তৈরি করতে

পারে। তবে পুরোপুরি আশাহত হয়ে পড়া. সবকিছু ফেলে রেখে ঘরে বা বাসায় বসে থাকা এবং হতাশ হওয়া ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও সংশোধনের শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। যদি মানসিক অবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে ব্যবস্থাপত্রের জন্য তোমার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত কারণ এ পর্যায়ে স্বাভাবিক অবস্থা অসুস্থতায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং একে অসুস্থতা হিসেবে গণ্য করো এবং ঔষধ গ্রহণ করো যেন আপনি হতাশার এই পর্যায় থেকে বের হয়ে আসতে পারেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার সামনে ঝুঁকো। দোয়া করো, চেষ্টা করো এবং সংকল্পবদ্ধ হও যে, তুমি হতাশার এ পর্যায় থেকে বের হয়ে আসবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, 'নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।' এই ক্ষেত্রে তোমার প্রচেষ্টা থাকতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই তোমার ইচ্ছাশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করে সরাসরি বাস্তবতার মোকাবেলা করতে হবে। তোমাকে শক্তিশালী হতে হবে। এর বাইরে কোনো সমাধান নেই। ইচ্ছাশক্তি, দোয়া, প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় সংকল্প অবলম্বনই একে অতিক্রম করার উপায়। যদি কেউ কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল হয় এবং এতে সাফল্য না পায় তবে এটি সম্ভব যে, সে অন্য কিছুতে সাফল্য লাভ করবে। কখনো কখনো কেউ দীর্ঘ সময় ধরে সাফল্য পান না এবং তাকে কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ নেই যার দিকে তুমি ঝুঁকতে পারো। এক ব্যক্তির উদাহরণ রয়েছে যিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং প্রায় বসে থাকতেন আর বলতেন যে, 'হে আল্লাহ্, আমি তোমার পৃথিবী পছন্দ করি না'। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ও তার কাছ দিয়ে যেতেন এবং তাকে কথাটি বলতে শুনতেন। একদিন তিনি লক্ষ করলেন তিনি খুব শান্ত ও তার মাথা ঝুঁকে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি তার নিত্যদিনের ঘোষণাটি অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমি তোমার পৃথিবী পছন্দ করি না' করছেন না। তিনি উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ তাকে সাড়া দিয়েছেন এবং যে পৃথিবী সে পছন্দ করে তা খুঁজতে ও সেখানে যেতে বলেছেন। সুতরাং দিনশেষে এই পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি এবং এটিই আমাদের অতিক্রম করতে হবে। তাই আমাদের দৃঢ় সংকল্প এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।"

অপর এক খাদেম হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করে অস্ট্রেলিয়ার বড় হওয়া এবং উপমহাদেশ থেকে অভিবাসিত হওয়া খাদেমদের মাঝে কৃষ্টির যে ব্যবধান রয়েছে তা কীভাবে মেটানো যেতে পারে।

"পিতামাতার বাল্যকাল থেকেই তাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। তাদেরকে বলুন তারা কারা। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কী।, তারা কেন আহমদী মুসলমান এবং তাদের কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে, কেন

আমরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশাবলিও খুঁজুন। কেন আমরা সে সকল নির্দেশাবলি এবং আদেশের উপর আমল করবো [তাও খুজেঁ বের করুন]। এভাবে শিশুরা জানবে আমাদের কর্তব্যসমূহ কী এবং আমরা কারা। তখন তারা এ সংস্কৃতিতে বড় হলেও, এ সমাজে তারা ভালো মন্দের কাঝে তফাৎ করতে পারবে ... এটি পিতা-মাতা, খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার দায়িত্ব তাদের বলা যে, এগুলো ভালো ও এগুলো খারাপ, এগুলো হলো তা যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না, এগুলো হলো তা যা থেকে আমাদের বিরত থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।"

হুযূর আকদাস জোর প্রদান করেন যে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল অঙ্গ-সংগঠন ও পিতা-মাতা যেন শিশুদের নৈতিকভাবে গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে একত্রে কাজ করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এর জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। কেবল খোদ্দামুল আহমদীয়া নয়, পিতা-মাতারও উচিত এতে সম্পৃক্ত থাকা। কীভাবে তারা বাড়িতে সন্তানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে তা মজলিস আনসারুল্লাহ্, খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ্-র তাদেরকে শেখানো উচিত। এটি কঠিন একটি কাজ কিন্তু তোমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। তোমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ... আজকাল স্বাধীনতার নামে নানা অনৈতিক বিষয় শিশুদের মনে আসে। এমনকি তারা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। সুতরাং, আমাদের তাদেরকে বলতে হবে ভালো কোনটি, আর মন্দ কোনটি এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবনে এ সকল মন্দের কী প্রভাব পড়বে, তারা যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস করে তবে [তাদেরকে বলো] যদি তারা [ইসলামী শিক্ষার ওপর] আমল না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবেন। বাল্যকাল থেকেই আমাদেরকে শিশুদের মনে প্রবিষ্ট করাতে হবে যে, আমাদের ইসলামী শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষায় আল্লাহ্ তা'লা যেসকল নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদের শিখতে হবে।"

অপর এক খাদেম হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে তিনি অ-আহমদী বন্ধুদেরকে প্রমাণ দিতে পারেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দেখো, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে পরিচালিত করেন এবং (কাকে খলীফা হিসেবে সমর্থন করতে হবে) তিনি তাদের হৃদয়ে তা দিয়ে দেন ... [খলীফা নির্বাচনের জন্য সমবেত নির্বাচনী সভায়] আমি সকলের নিকট পরিচিত ছিলাম না । আমি মনে করি শতকরা ৫ ভাগের বেশি মানুষ আমাকে চিনতেন না এবং সেখানে আরব, বিদেশী অথবা আফ্রিকানরাও ছিলেন। তারা বলেন যে, হঠাৎ করে কিছু হয় যার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'এ ব্যক্তির জন্য তোমার হাত উঠানো উচিত'। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছে, যারা নির্বাচনের সময় কেমন বোধ হয়েছে, কী ঘটেছে তা বর্ণনা করেছেন। প্রথমত তুমি যদি তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো, তা পড়ো তখন তুমি তোমার অ-আহমদী বন্ধুদের এবং এমনকি তোমার সতীর্থ খোদ্দাম সদস্যদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এমনকি পবিত্র কুরআনেও এটি বর্ণিত আছে যে, বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; কখনো আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কাউকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন। কখনো কখনো, এটি (আল্লাহ্র মনোনয়ন) কিছু মানুষের মাধ্যমে ঘটে থাকে, আর এটাই সেই বিষয়ে যা আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখে থাকি। হযরত আবু বকর (রা.)-কে কে নির্বাচন করেছিলেন? আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি বিরোধের উৎপত্তি হয়েছিল। তারা তাদের নিজ নিজ গোত্র থেকে, নিজ নিজ জাতি থেকে তাদের খলীফা নির্বাচন করতে চাচ্ছিলেন। আনসারগণ বলছিলেন যে, আমরা আনসারদের মধ্য থেকে আমাদের খলীফা নির্বাচন করবো। মুহাজিরগণ বলছিলেন যে না, আমরা মুহাজিরদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচন করবো। তারপরে,

হযরত উমর (রা.) কথা বলেন বা হযরত আবু বকর (রা.) এ প্রসঙ্গে কথা বলেন, এবং পরিশেষে তারা শান্তিপূর্ণভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ঠিক আছে, আমরা হযরত আবু বকর-এর হাতে বয়আত করবো।' ইসলামের ইতিহাসে এর বর্ণনা রয়েছে আর আমাদের ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। আমরা কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করি নি। আমরা সেই পুরনো পদ্ধতিই অনুসরণ করছি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সুতরাং এটি সেই পদ্ধতি যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফয়সালা কার্যকর হয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার ফয়সালা, আর তিনি মানুষের হৃদয়ে তা রোপণ করেন।"

আরেকজন খাদেম ভারতে মুসলমানদের পরিস্থিতি এবং মুসলমানগণ বিশেষ করে আহমদী মুসলমানগণ তাদের পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে কী করতে পারেন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ভারতে আজকাল যা ঘটছে তা অন্যায়। ... আমরা আহমদী মুসলমানগণও এর (সম্প্রতি মিডিয়াতে বহুল আলোচিত ইসলাম-বিরোধী মন্তব্যের) প্রত্যুত্তরে কাজ করছি এভাবে যে, আমরা পত্র-পত্রিকায় লিখছি, বিভিন্ন স্থানে পত্র [লিখছি], সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে [লিখছি] এবং অন্যান্য মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরছি আর একই সাথে [আমরা অবহিত করছি] যে, তোমরা যেভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বা মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপালাপ করছো সেটি একেবারেই অন্যায় এবং ভুল আর আমরা আমাদের বিশ্বাস তাদের কাছে তুলে ধরছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায় এবং অন্যান্য ধর্মে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি যেন মানুষের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয় এবং অমুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান সন্দেহ দূরীভূত হয়। আর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অমুসলিমগণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করছেন, এবং তারা একে গ্রহণ করছেন। সুতরাং, দেশের আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে, আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করে আসছি এবং আমরা চেষ্টা করে যেতে থাকবো। অন্যথায়, সরাসরি সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তা পরিস্থিতির আরও অবনতির কারণ হবে এবং সেই দেশে মুসলমানদের পরিস্থিতির আরো অবনতির কারণ হবে, কেননা সেই দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু। আর ভারতীয় সরকার অথবা সেই সকল প্রাদেশিক সরকার যারা মুসলিম বিদ্বেষী, এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করতে পারে যা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে।"